ইত্তেফাক

তারিখ AUG 27 2006
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৬

সাগর উপকূলীয় অঞ্চলের চরের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত

॥ বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥
আবদুল আলীম হিমু, বরগুনা (দক্ষিণ) সংবাদদাতা ॥

অসচেতনতা, দারিদ্র্যতা, যোগাযোগ সমস্যা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের অভাবে দায়িত্বহীনতার কারণে সাগর উপকূলীয় চরগুলোতে শত শত স্কুলগামী শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফারিয়ালারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্কুলগামী শিশুরা কেন স্কুলে যাচ্ছে না তার একটি গবেষণা তথ্য থেকে জানা গেছে, এ সকল চরের শিশুরা স্কুলে না যাওয়ার কারণ। তবে সকল চরের শিশুদের কারণ একই নয়।

কাকচিড়ার মাঝের চরের মৎস্যজীবী আব্দুল মান্নানের (৪৪) বাপ-দাদার ভিটে-মাটি বিষখালী নদীতে হারিয়ে গেছে। কাকচিড়ার মাঝের চরে কয়েক বছর হয় আশ্রয় নিয়েছে। প্রকসনা ডিসিআর নিতে হয়েছে। আব্দুল মান্নানের ২ ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে সংসার। কামাল আর ফরহাদ দুই ভাই বাবার সাথে বিষখালী নদীতে মাছ ধরে। স্ত্রী সালেহা বেগম কৃষি কাজ করে। ছেলেরা কোন্ ক্লাসে পড়ে? সালেহা বেগমের সহজ উত্তর- পড়ে না। কেন, একদিন মাছ না ধরলে না খাইয়া থাকতে অয়। পোলা দুইডা স্কুলে গেলে ওর বাপের লগে গাঙ্গে যাইবে কেডা? মান্নানের ছোট ছেলে ফরহাদ (১০) বলে স্কুলে তো যাইতে চাই, জামা-প্যান্ট পামু কই? জাল পাইতা যে মাছ পাই, হেইয়া বেইচা মোগে সংসার চলে। বিষখালী নদীর মাঝখানে জেগে উঠার কারণে এই চরের নাম হয়েছে মাঝে চর। মাঝের চরের মাঝে আবার একটি খাল বিভক্ত রেখেছে দু'টি উপজেলার সীমানা। একটি বরগুনা সদর ও অপরটি পাথরঘাটা উপজেলা।

মাঝের চরে বর্তমানে লোক সংখ্যা প্রায় ৬ সহস্রাধিক। একটি মাত্র বেসরকারি রেজিষ্টারী বিদ্যালয় রয়েছে এই চরে খেয়াপার হয়ে দেড় কিলোমিটার দূরে কাকচিড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মাঝের চরের ছেলে-মেয়েদের হাইস্কুলে পড়তে হলে খেয়াপার হয়ে দেড় কিলোমিটার গিয়ে কাকচিড়া স্কুল করতে হয়। যার কারণে প্রাইমারী শিক্ষার পর আর এ এলাকার শিশুদের লেখাপড়া হচ্ছে না। মাঝের চরে একটি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম ড্যামা-গুলিশাখালী এলাকা থেকে শিশুরা আসে এ বিদ্যালয়। প্রায় ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাত্র ৩ জন শিক্ষক।

শিক্ষা বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো: মোসলেম উদ্দিনের মতে সকল ক্ষেত্রে আমাদের কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যে সকল বেসরকারি উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন কাজ করে আসছে তাদের দেখা যায় সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল তারা সেখানে কাজ করে থাকে। চরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সরকারি পৃথক কোন নীতিমালা নেই।

বরগুনা (দক্ষিণ) ঃ চরাঞ্চলের শিশুদের সাথে গবেষক চিত্তরঞ্জন শীল -ইত্তেফাক